

কৃতী শিক্ষাবিদগণের মত বিনিময়

শিক্ষাদান ও গ্রহণের প্রক্রিয়া
বর্তমানে কেনাবেচায়
রূপান্তরিত হয়েছে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডাইস
চ্যান্সেলরবৃন্দসহ দেশের খ্যাতনামা
শিক্ষাবিদগণ বলেছেন যে, শিক্ষাদান ও
গ্রহণের প্রক্রিয়া বর্তমানে কেনাবেচায়

রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনৈতিক
নেতৃবৃন্দের পরমতসহিষ্ণুতার মত নৈতিক
দিকটির অবক্ষয় ঘটায় কারণে সম্ভ্রাস
বাড়ছে। আদর্শবান শিক্ষকগণ
বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারছেন না।
অযোগ্য শিক্ষকরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে
রাখতে সম্ভ্রাসীদের মন্ত্রণা দিচ্ছেন।
শিক্ষাবিদগণ আরো বলেন,
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিপার্টমেন্টগুলো
মান্তান ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।
ছাত্রদের নম্বর পাবার যোগ্যতা নিরূপণ
হচ্ছে নীল, গোলাপী ও সাদা প্যান্ডেলের
শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মত বিনিময়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমর্থনের ভিত্তিতে।
বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি
ডঃ এম. ইয়াস আলীর সভাপতিত্বে
অনুষ্ঠিত লিবার্টি কোরামের এ সভায় কৃতী
শিক্ষাবিদগণ মত বিনিময়ের পর
উপরোক্ত মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা
নিরূপণ করেন। সভার শুরুতে স্বাগতঃ
ভাষণ দেন, বিশিষ্ট আইনবিদ ও
মানবাধিকার নেতা বিচারপতি জনাব
আবদুর রহমান চৌধুরী।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ
ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ও
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ
করে বলা হয় যে, মান্তানদের সাথে
শিক্ষকদের দলবদ্ধতা প্রতিহত করার
পদক্ষেপ নিতে হবে এবং রাজনৈতিক
দলগুলোর কোন ছাত্র সংগঠন থাকতে
পারবে না। যোগ্য ও আদর্শ শিক্ষকদের
বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকে থাকার ব্যবস্থা করতে
হবে এবং অযোগ্য শিক্ষকদের
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দিতে হবে।
সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তন
এবং শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে
সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর
সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের উপর বিশেষ
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা
নিয়ন্ত্রণ বন্ধ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক
কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ না করার পক্ষেও
সভায় মত ব্যক্ত করা হয়।

আলোচনায় যারা অংশ নেন তাদের মধ্যে
রয়েছেন প্রফেসর এম. শামসুল হক, ডঃ
এম. এ. বারী, ডঃ এম. এ. নাসের, ডঃ এ.
কে. এম. আমিনুল হক, ডঃ মোসলেহ
উদ্দিন মিয়া, ডঃ কামাল উদ্দিন, ডঃ
ফজলুল হালিম চৌধুরী, প্রফেসর সৈয়দ
আলী আহসান, ডঃ সৈয়দ আলী
আশরাফ, বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল
চৌধুরী ও ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম
জগলু।